বন-ফুল।

"Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."



শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সন ১৩১৬ সাল।



মূল্য ।।০ আট আনা।

প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজার "উপাসনা", কাশিমবাজার।

কাশিমবাজার, সত্যরত্ন যন্ত্রে
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

অবতরণিকা



উপাসনা, ঐতিহাসিক চিত্র, কণিকা প্রভৃতি পত্রিকায় যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কতকগুলি এবং অপর দুই একটি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত করিয়া "বন-ফুল" প্রকাশিত হইল।

পরম পূজনীয় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক সাহিত্যেন্দু পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের উৎসাহেই এই ক্ষুদ্র লেখকের কাব্য-জীবনে প্রাণ উন্মেষিত হইয়াছে। তাঁহাদের কথা স্মৃতি পথে উদিত হইলেই নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে সদ্য-প্রবাহিত নির্ঝরিণীর প্রথম সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের ন্যায় কি জানি কি গভীর আকুলতা হৃদয়মধ্যে কুলু কুলু করিয়া উঠে। কতিপয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তুচ্ছ কথায় বা ধন্যবাদে গ্রন্থকার সেই অভিব্যক্তির মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চাহে না।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় এবং সুহৃদ্-প্রধান সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত ও "কিরণময়ী" ও "কমলাবতী"র লেখক সুহৃ[illegible]ম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "বন-ফুল" প্রকাশের যাবতীয় পরিশ্রমের ভার গ্রহণ করায় আমাকে কিছুই খাটিতে হয় নাই। উপকার সামান্যই হউক আর বেশীই হউক উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গ।



বঙ্গের অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী

রাজর্ষি-কল্প মাননীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহোদয়ের করকমলে

গ্রন্থকারস্য

সূচী।

ঝরাফুল।

অবসান-প্রবাহ।

হেথা, কাননে কোকিলকুল যতই কুহরে
বসন্ত ততই অবসান,
মলয় যতই বয় কাল বৈশাখীর
ঝঞ্ঝা-বায়ু তত আগুয়ান।
পাতাটি মর্ম্মরে যত তত তার দিন
অলক্ষ্যেতে আসে ঘনাইয়া—
মুকুল যতই যাচে ফল-পরিণতি
মৃত্যু আসে ততই ছুটিয়া।
সুখ আসে সীমা ল'য়ে, ছায়া ল'য়ে আলো,
আরম্ভে সূচিত হয় শেষ—
প্রেম-কপোতীর পাশে বিধির বিধানে
বিরহ-শ্যেনের সমাবেশ।
ধরণীর হিয়া-প্রান্তে শত স্বর্ণপুরী
ধীরে ধীরে হতেছে প্রকাশ,
একি দেখি? তাহাদের বেড়িয়া কখন্
তিরোধান বেঁধেছে আবাস!



সমীরের প্রতি ফুল ।

তুমি ত অমর, আমি এখনি যে যাব ঝ'রে ।
শেষের সঙ্গীত ওই শুনাইছে পাখী মোরে ।
এই রবি আজিকার দেখিতে দেখিতে হায় !
বৃন্তটি একেলা ফেলি, ঝরিব ধরার গায় !
মোর মত কত ফুল তুমি কত চুমিয়াছ,
তাহারা ঝরিয়া গেছে তুমি শুধু হাসিয়াছ ।
বৃন্ত কাঁদিতেছে দেখি দিয়া তুমি টিটকারী,
হাসিয়া ছুটেছ কুঞ্জে, অন্য ফুলে লক্ষ্য করি ।
এক ফোঁটা অশ্রুজল, একটি দীরঘশ্বাস,
তাও আমি তব কাছে কভু নাহি করি আশ ।
দ্বিযাম নিশির শেষে, জোছনায় জোছনায়
ভ'রে যাবে পৃথ্বী যবে, কামনায় কামনায়—
ছেয়ে যাবে বিরহীর আকুল তাপিত প্রাণ,
বাহিরিবে কুঞ্জ হ'তে চ্যুত-মুকুলেরি ঘ্রাণ,
হে সুন্দর ! যবে আমি তব স্মৃতিমাত্র ল'য়ে !
পড়ে র'ব ধরা পরে শতধা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে !

তোমারে চুমিতে আর থাকিবে না অধিকার,
তোমার পরশ আশে জাগিবেক হাহাকার !
অনাদরে একবার আমার সমাধি-বুকে,
তুমি দু'টি গেয়ো গান মরিতে পারিব সুখে।
ভেবো এ আকাশতলে, চুমেছিলে একজনে,
সে তোমারে ভালবেসে ঝ'রে গেছে এই খানে
ভেবো তার ক্ষুদ্র প্রাণ, ফুটিয়া সোহাগ-ভরে
সর্ব্বস্বই দিয়াছিল, শুধু দুদিনেরি তরে।



খণ্ডিতা।

১

তপোবন-উপকণ্ঠে বসন্তের প্রথম প্রভাত
উঠে তরঙ্গিয়া,
সরসীর থির নীরে নভসের প্রতিবিম্বটিও
উঠে শিহরিয়া !
গুঞ্জনে, গানে ও গন্ধে কঙ্কন-ঝঙ্কারে বনরাণী
উঠেছে জাগিয়া—
বল্লরী-বিতানে কিবা মদালস মলয়-মারুত
পড়ে মূরছিয়া !
আছে দীর্ঘিকার পারে কুজন-মুখর বেণুবন
ছায়া বিথারিয়া
ওই তারে দেখা যায়, শকুন্তলা আকুল-কুন্তলা
ওই দাঁড়াইয়া !

২

সে শুধু তাহাই জানে, শাখাটিতে বসেছিল পাখী,
গেয়েছিল গান ;
সে শুধু তাহাই জানে, মালঞ্চে কে এসেছিল প্রাতে,
ছুটেছিল ঘ্রাণ।

স্মরণ রয়েছে মাত্র, লাজনম্র আঁখি আপনার
তুলিতে পারেনি।
স্মরণ রয়েছে মাত্র, বলি বলি করি কত কথা—
বচন সরেনি।
কে আসিয়া স্পর্শে স্পর্শে মুগ্ধ তৃপ্ত পরাণীরে তার
সঙ্গীতে ভরিয়া—
আবার আসিব বলি, ওই তমালের ঘন ছায়ে
গিয়াছে চলিয়া!

৩

বেতসকুঞ্জের ফাঁকে শিশু রবি কাঁপে আর ফুটে
তৃণাঞ্চিত মাঠে;
ধেনুর দোহনরবে ঝঙ্কারিত ওঙ্কার-সঙ্গীতে
বিশ্ব জেগে উঠে।
হেরি তারে অসহায় হেরি তারে অধিক বিবশা
অধিক চঞ্চল;
বিদ্রোহী চরণ তার আজি তারে এনেছে বহিয়া
বেণু-কুঞ্জতল।
পেলব সে কান্ততনু তরুকাণ্ডে লগ্ন করি দিয়া
বুঝি তার প্রাণ;
আবার আসিব বলি, ওই তমালের ঘন ছায়ে
করেছে পয়ান।



প্রেমবিহ্বলা।

১

ওই বুঝি আসে কৃষ্ণ! লুকান কি যায়,
তটিনীর বাঁকে বাঁকে রব বাঁশরীর,
সুরভিত বায়ুস্তরে নাচি পায় পায়,
অলসে ভরিয়া দিল আমার শরীর!
বংশীধ্বনি নহে উহা! বংশছিদ্রপথে,
পেতেছে প্রবল গতি দুরন্ত মারুতে!

২

ওই বুঝি আসে কালা! ওই শুনা যায়,
চরণে বাজিছে তার মুখর নূপুর,
রিনিকি ঝিনিকি রিনি দিব্য মূর্চ্ছনায়;
শীতলিছে প্রাণ মোর বিরহ বিধুর!
মুখর নূপুর নহে! ফুল গর্ভ হ'তে,
সুপ্ত অলিদলে ফেলি দিয়াছে মারুতে!

৩

ওই বুঝি আসে বঁধু! ওই ত অদূরে
কেকারবে ভাষে শিখী ললিত সম্ভাষা—
বিস্তারি পেখম কিবা ঘাড় উচ্চ ক'রে
আনন্দ-নর্ত্তনে মগ্ন—পূরিল কি আশা!
কৃষ্ণের সম্ভাষা নহে, পশ্চিম গগনে
কৃষ্ণ মেঘখণ্ড ওই উদিছে এক্ষণে।

৪

ওই বুঝি আসে কান্ত! শান্ত সুশীতল
কেয়ুর-কুণ্ডল-লগ্ন মণি-রত্ন-ভাতি—
ওই আসে ওই বাহি স্নিগ্ধ বনতল;
আজি না পোহায় যেন এ সুখের রাতি!
কোথা কান্ত হায়! অতিবাহি বনপথে,
আসিছে খদ্যোতচয় পবনের রথে!

৫

ওই বুঝি আসে প্রিয়! গন্ধ মিষ্টতম,
বরবপু হ'তে তার আনিছে পবন;
রোমাঞ্চ হইয়ে গেছে একি দেহ মম!
আনন্দাশ্রুধারে একি ভিজিছে নয়ন!
পুণ্য গন্ধ নহে! দূরে শেফালীর বন,
ফুটিয়া উঠেছে চুমি নিশীথ পবন!



নাথের ছবি।

১

আসে তরুণঅরুণ-কনককিরণ
যেই খানে আগে যেই খানে,
আমি রাখিয়া এসেছি নাথের ছবিটি
সেই খানে ওগো সেই খানে !
অতনু-পবন-পরশিত মাধবী-কুঞ্জ হরষিত
করে নিবেদন পরিমল ধন
যেই খানে আগে যেই খানে,
আমি রেখেছি মানসমোহনের ছবি
সেই খানে ওগো সেই খানে !
পাখী তারি নাম সাধিয়াছে, সারাদিনমান গাহিয়াছে
মিশিয়াছে তার স্বর-ঝঙ্কার
যেই খানে আগে যেই খানে,
আমি রাখিয়া এসেছি নাথের ছবিটি
সেই খানে ওগো সেই খানে !

২

আজি আমি পরবাসী !
হৃদয়ের কাছে ছিল যারা   কত দূরে পড়ে গেছে তারা,
কাঁদি ঝর্ঝরে আসিয়াছে দূরে
নির্ঝর বারিরাশি ;
আশা-হীন পরবাসী !
গলে ছিল ফুলমালাটি   কে যেন করিল ভ্রুকুটী
ঝরে গেছে ফুল, গ্রীবা বেষ্টিয়া
রয়েছে ডোরের ফাঁসি ;
প্রেমহীন পরবাসী !

৩

কবে—বরষা হয়েছে গত,
আলো করি তীর তটিনীর   কাশ তুলিয়াছে নিজ শির,
ঊষার অনিল সরস পরশে
শেফালী ঝরিছে কত—
বরষা হয়েছে গত।
শরতের আলো নভোভরা   নয়নে বহিছে জলধারা,
বিরহ-ক্লিন্ন পরাণী ছুটিছে
সেই খানে ওগো সেই খানে—
আমি   রাখিয়া এসেছি নাথের ছবিটি
যেই খানে ওগো যেই খানে !



নবীনার শেষকথা।

(প্রথম উচ্ছাস।)

১

দেখ গাছের আগার রোদের মত
কাঁপ্‌ছি ব'সে শেষের সীমায়।
ওই ওপার হতে আস্‌ছে খেয়া
এবার বুঝি নিতে আমায়!
যেমন—নিশা-শেষের সন্ধ্যামুনি
অবসাদে মুচ্‌ড়ে পড়ে,
আমিও কখন পড়্‌বো ঢ'লে
সাম্‌নে তোমার তেম্নি করে!
তাই বল্‌বো দুটো শেষের কথা—
—ওকি!ঃভাব্‌ছ কেন? ভাব্‌ছ কি!
ফুট্‌লে পরেই ঝর্‌তে যে হয়
জগতের ত নিয়মই—!

২

দেখ যখন আমি থাক্‌বো না কো!
চরণ শবদ শুনে তোমার—

ছুটে যখন আস্‌বো না কো—
ধরা-দেওয়া স্বর্গে আমার!
তব অবশ করা পরশ যাচি
সাথে সাথে ফির্‌ব না কো,
সজল দুটি আঁখি লয়ে
তোমার পানে চাইবো না কো!
ওগো তখন যদি আমার স্মৃতি
জেগে উঠে তোমার প্রাণে—
এই খানে কে ছিল বলি
যদি তাকিয়ে ফেলই গৃহের পানে!
তাই বল্‌বো দুটো শেষের কথা,
ওকি! ভাব্‌ছো কেন? ভাবৃছ কি!
আস্‌লে পরেই যেতে যে হয়
জগতের ত নিয়মই!

৩

দেখ ঘুমটি ভাঙ্গা পাখীর মত
উষায় যখন উঠ্‌বে জাগি,
আমি জাগ্‌তে যখন পাব না আর
তব চেতন দেওয়া পরশ লাগি!
সেই সময়ে থাকবে একা
ঠেক্‌বে প্রাণে ফাঁকা ফাঁকা
যেন নদীর বাঁকে থেকে যাওয়া
কাহার কোমল-চরণ-লেখা,

যেন শূন্য খাঁচার মধ্যে পাওয়া
কবেকার কোন্ পাখীর পাখা,
তাই ব'ল্‌বো দুটো শেষের কথা—
ওকি! ক'র্‌ছ কি গো? ক'র্‌ছ কি!
উঠ্‌লে পরেই প'ড়্‌তে যে হয়
জগতের ত নিয়মই!

দেখ স্তব্ধ অৰ্দ্ধ রাত্রে যবে
শেফালিকার পত্র গুলি—
তব কানের কাছে—প্রাণের কাছে
মর্‌মরিয়া উঠ্‌বে খালি!
বাব্‌লা নদীর বাঁকে বাঁকে
বানের বারি উঠ্‌বে ডাকি,
বাতায়নের মধ্য দিয়া
চাঁদ্‌টি যখন মার্‌বে উঁকি;
ওগো যখন আমি থাক্‌ব না।
তব ঝঙ্কারিত প্রাণের বীণায়
সুর মিশাতে পার্‌ব না;
তব উচ্ছ্বসিত ভাব-যমুনায়
সিনান ক'র্‌তে পার্‌ব না কো।
আমার প্রাণের পাতায় নামটি তোমার
ছন্দে ছন্দে লিখ্‌বো নাকো!

তাই বলবো ছুটো শেষের কথা—
ওকি ! আঁখি তোমার সজল কি ?
প্রকাশ হলেই হয় তিরোধান,
জগতের ত নিয়মই !

(দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।)

প্রিয় ! করিও না ভুল। দেহ বিসর্জ্জিয়া
ধরণীর বিশালত্বে যাবনা মিশিয়া !
পাতা শুধু কুসুমেরে পারে ঢাকিবারে—
কি সাধ্য নিবারে তার মুক্ত সুরভিরে !
আমারে পাবে না বটে দেখিতে ছুদিন,
কিন্তু আমি নব নব রাজ্য সীমাহীন
রচিয়া, অলক্ষ্যে বহি বক্ষে ধরিত্রীর—
তোমারি নয়নপথে ফুটিব সুধীর !
যে গান শুনিয়া তুমি কহিবে সুন্দর,
যে ফুল দেখিয়া তুমি ক'বে মনোহর,
যে পবন স্পর্শে তুমি হ'বে হরষিত,
যে পানীয় পান করি হ'বে পুলকিত,
যে গন্ধে পরাণ তব হইবে ব্যাকুল—
তোমারি প্রেয়সী সেথা—তব প্রেমাকুল
লিপ্সা ঈপ্সা সেই খানে ঈপ্সিতেরে ঘিরি
উঠিবেক ফুটি, প্রিয় ! দিবা বিভাবরী।
বাদল নামিবে যবে শ্রাবণের দিনে,
শুন সখে মিলনের সেই শুভক্ষণে—

অম্বরে মেঘোর্ম্মিরূপে আমি উদাসিনী,
বেষ্টিয়া ভবন তব, আদিবা-যামিনী
ভরমিব, দৈন্যে পূর্ণ বহি ক্ষুণ্ণ হিয়া
কহিব—জলদ-মন্দ্রে, "আমি তব প্রিয়া !"
তটশালিনীর তটে বাসন্তী বৈকালে
ভ্রমণ করিবে যবে, আমি সেই কালে
ঢেউরূপে তটভূমে পড়ি আছাড়িয়া
চূর্ণি আপনারে ক'ব "আমি তব প্রিয়া !"
জ্যোৎস্নাপুলকিত রাতে নয়ন তোমার
যখনি নিবদ্ধ হবে আকাশে উদার
দেখিবে তারকাক্ষরে সে নভঃ জুড়িয়া
কে যেন লিখিয়া গেছে, "আমি তব প্রিয়া !"
যেই প্রেম-দীপ সখে ! হৃদয়ে আমার
দেছ জ্বেলে, উপেক্ষিয়া মৃত্যুর ফুৎকার,
সেই দিব্য দীপেন্দ্রানী রশ্মি বিচ্ছুরিয়া
আলোকিবে পথ তব ; সেই পথ দিয়া
আসিবে আসিবে নাথ সাম্রাজ্যে মহান্—
মিলন সে রাজ্যে রাজা—নাহি তিরোধান।
সারা বিশ্বে আর সখে ! নাই কিছু নাই,
তুমি আর আমি পূর্ণ দেখি সর্ব্ব ঠাঁই।



পাঁচের কথা।

রূপ কহে, একা আমি শত মূর্ত্তি ধরি,
জগতের তীরে ধীরে বিচরণ করি।
রস কহে, জানি শুধু আমি অতি নীচু,
যে আমারে ডাকে আমি ধাই তার পিছু
গন্ধ কহে, আমি ভাই, নিজ প্রাণটিরে,
বিলাইয়া দিতে চাই সংসারের তীরে।
শব্দ কহে, হাঁক ছাড়ি তাড়াতাড়ি ছুটি,
জগতের কানে আর প্রাণে যদি ফুটি।
স্পর্শ কহে, আমি স্পর্শ থাকি স্তব্ধ হয়ে,
মোর দিন কাটে পরমুখ চেয়ে চেয়ে।



ভুল।

১

সে দিন যখন শ্রাবণের ধারা রোধেছিল মোর গতিটি,
জন-বিরহিত পল্লীর পথে পড়েছিনু যবে একাটি !
ছিল দামিনীর স্ফুরিতাধরে অশনির ভীম ঘোষণা,
ছিল বানডাকা নদীর পাথার পথধারে অতি ভীষণা ;
সে আসি কহিল মোরে—
"আজি দাও, দেবি, তব সাথে সাথে
ওই পথে চলিবারে"।
গরবে কহিনু "না—
আমি তোমারে নাহিক চাই,"
আজি মন বলে হায়
আমি কেমনে তাহারে পাই !

২

সে দিন যখন গভীর নিশীথে নিদ্রা নাহিক চোখে,
অজ্ঞাত কোন আকুল বেদনা গর্জ্জিতেছিল বুকে !
আঁধার ভেদিয়া পরাণের কাছে হি হি করে হাওয়া হাঁকে,
বুকের মাঝারে কে যেন কাহারে সারা দিয়া দিয়া ডাকে ;

সে আসি কহিল ধীরে—
"আজি দাও মোরে হে রাণি আমার
তব সাথে কাঁদিবারে" !
ফিরিয়া কহিনু "না—
আমি তোমারে নাহিক চাই,"
আজি মন বলে হায়
আমি কেমনে তাহারে পাই !

৩

সে দিন যখন দীঘির পাহাড়ে অশোকের ঘনছায়ে,
অতি মন্থর চলেছিনু যবে লঘু ভার পায়ে পায়ে।
বনে বনে বহে উতলা বাতাস, মনে মনে উঠে ঢেউ,
নিখিল বিশ্বে আমার বলিতে নাহি কি রে মোর কেউ!
ধীরে সে কহিল আসি—
"তব নন্দনে লহ মোরে টানি
অনুরাগ পরকাশি।"
শিহরি কহিনু "না—
"আমি তোমারে নাহিক চাই,"
আজি মন বলে হায়
আমি কেমনে তাহারে পাই !



শরৎ-বর্ণনা ।

(১)

যেথা কূজন-আকুল বকুল-বীথিকা
আছে ছায়া বিথারিয়ে,
বুঝি শরৎ এসেছে গোপনে গোপনে
সেই পথখানি দিয়ে ।

(২)

সে যে ফুটিয়া উঠেছে গগনে ভুবনে,
তাহারি কিরণ-হসনে—
ওই পলাইছে মেঘ-গজ-যূথ
হিমগিরি-গুহা-ভবনে ।

(৩)

আজি শেফালী-মুকুল হ'তেছে ব্যাকুল
উষানিলে শুধু ঝরিতে,
শিশু পিকগুলি যেতেছে উড়িতে
ঝোপে-ঝাপে শুধু পড়িতে ।

(৪)

আজি তরণীর পালে ফুৎকার দিয়া
বাঁকে বাঁকে বায়ু ছুটিয়া—
শুভ্র কোমল কাশ-কুসুমে
পড়িছে লুটিয়া লুটিয়া।

(৫)

আজি তটেরে বেড়িয়া কাঁদিছে তটিনী
কিনারে নামিতে নামিতে ;
তট ভাবে শুধু এসেছিল প্রিয়া
লাঞ্ছনা বুকে রাখিতে !

(৬)

যেথা সঙ্কেত করি কল-হংসিনী
উপাড়ে মৃণাল শলাকা—
আজি সেই দীঘি পারে বেলা যত বাড়ে
কোথা হ'তে নামে বলাকা ।

(৭)

আজি কেয়া-ফুল-রেণু অঙ্গে মাখিয়া
সিত কলেবর লভিয়া,
মুদিত কমল-বন উদ্দেশে
ভ্রমর চলেছে ছুটিয়া ।

(৮)

যাপিছে প্রোষিতভর্তৃকা যেথা
বিরহ-গহন-রাত্রি,

সুখের শরৎ কহে তারি কানে
এসেছি মিলন-দাত্রী ।

(৯)

ছুটে দিশি দিশি হাসি কলরব—
কত না হরষ কাকলী,
শুধু নীপ-মূলে শিখী নাচিছে না আর
জলদ-মন্দ্রে আকুলি' ।

(১০)

শুধু আজিকার প্রাতে সাড়া দিয়া উঠে
চির বিরহীর মত,
পরিচিত স্বরে বছরের পরে
'বউ কথা কও' কত ।

(১১)

স্বাগত ওহে চির সুখ-ঋতু
নবীন জীবন ফুটাতে ;
রহ সজনি-সঙ্গ-রভস-বহুলা
মিলন-কাহিনী রটাতে !



অনুদ্দেশ।

১

পাখী-জগতের মাঝে কবে কেবা ঝঙ্কারি প্রথম
বিহগের কণ্ঠ দেছে খুলে,
সেই হ'তে কত গান অযুত বৎসর ধরি
ধ্বনিতেছে মৌন বনস্থলে।
সাড়া দিয়া কহে মোর প্রাণ,
আমি গাই কার গাওয়া গান!

২

ফুল-জগতের মাঝে সর্ব্ব অগ্রে কে আত্ম বিকাশি
খুলে দেছে কুসুম-ভাণ্ডার,
সেই হ'তে কত ফুল অযুত বৎসর ধরি
ফুটিতেছে সংখ্যা নাহি তার।
প্রাণ কহে কোথা সে বাঞ্ছিত,
মোরে যেবা করেছে মুদিত!



রাণী পুষ্পবতী।

১

কত যুগ যুগান্তর শতাব্দীর ঢেউ
গিয়াছে বহিয়া—তবু কাব্যকর কেউ
তোমার চরিত-মধু হর্ষে করি পান
করেনি গুঞ্জন, দেবি, করে নাই গান
কাব্যের কাননে। তুমি আছ উপেক্ষিতা
শারদ-পার্ব্বণ গতে পুলিনে পতিতা
দেবী-পঞ্জরার মত! বিজয়ার সুরে
ক্ষীণা স্মৃতিটির গীতি কাঁদে আর ঘুরে
ক্ষুব্ধ ইতিহাস বুকে। আমি ক্ষুদ্র অতি
আসিয়াছি উদ্বোধিতে তোরে পুষ্পবতি!

২

বিন্ধ্যগিরি-পদতলে নাম চন্দ্রাবতী
প্রসিদ্ধ নগরী—রাজা ধর্ম্মশীল অতি;
তাঁরি গৃহে অজানিত সুমুহূর্ত্তে কোনো
লভিয়াছ জন্ম তুমি। সেথা যে কখনো
তপোবন উপকণ্ঠে স্নাতকের মুখে
শুনি উচ্চ বেদধ্বনি, শুক শারি সুখে

বসিয়া বন-বীথির শ্যামল প্রচ্ছায়ে
করে নাই প্রতিধ্বনি কার সাধ্য কহে?
সেথা যে কখনো নীল শান্ত নিরাময়
স্বচ্ছ দীর্ঘিকার পারে, নিশীথ সময়,
শব্দহীন তালী-কুঞ্জ মৃদু মর্ম্মরিলে,
কূজনিলে কুঞ্জসখী, পবন স্বনিলে,

৩

বিয়োগ-বিধুরা কোন ধীরে অতি ধীরে
জাগিয়া, ঢালেনি প্রাণ দীর্ঘিকার নীরে
কে পারে কহিতে তাহা? কে বলিতে পারে
সসামন্ত বসন্তের প্রথম সঞ্চারে—
সেথা যে তরুর শাখে পাখিটী গাহিত
সর্ব্ব অগ্রে, যে তরুটী প্রথমে ফুটিত,
সেই তরুতলে কোন প্রোষিতভর্ত্তৃকা
সঙ্গিনী-বেষ্টিতা, মৌন-যৌবন-চারিকা,
বসন্ত-উৎসবকালে প্রাণ-কান্তে স্মরি
সজল জলদ মত গুমরি গুমরি
কাঁদে নাই? জন্মভূমি তব পুষ্পবতি!
স্বর্গসমপূণ্যভূমি শোভান্বিতা অতি।

৪

কল্পনার নেত্রে কবি হেরিয়াছে তোরে
প্রফুল্ল শরৎ কালে উঠি ভোরে ভোরে

শেফালী-নিকুঞ্জতলে কুড়াইছ ফুল
কুমারী-পূজার, লুটে রক্তিম দুকূল;
দ্বিপ্রহরে বেণুবন কীচকে কূজনে
যবে মুখরিত, দেখি নর্ম্মসখী সনে
আত্মহারা স্তব্ধ মৌন রয়েছ বসিয়া
প্রতি গানে গুঞ্জরণে পূর্ণ ধরা দিয়া।
সায়াহ্নে দীঘির পারে জননীর মত
শুভ্র রাজহংস দলে সম্বোধিছ কত
তীরে আগমন হেতু, নীবার কণিকা
স্বর্ণ থালে, সবে তুমি কিশোরী বালিকা।

৫

ধূসর সন্ধ্যায়, যবে ধীরে চক্রবাকী
যেতেছে উড়িয়া পদচিহ্ন তীরে আঁকি,
নদীর পাষাণ ঘাটে বিশাল মন্দিরে
সাঁজের আরতি-ধ্বনি ললিত গম্ভীরে
উঠেছে বাজিয়া, ভেদি কুঞ্জতল আর
পূর্ণিমার চন্দ্র সবে জ্যোছনা বিস্তার
করিতেছে; হেন কালে সেই নদী পারে
অভ্রভেদী মন্দিরের অলিন্দের দ্বারে
ঘৃত-সিক্ত দীপগুলি প্রজ্বলিত করি
আছ তুমি দাঁড়াইয়া হে দিব্য-সুন্দরি!
গাত্র তব কণ্টকিত, চোখে তব জল,
করুণায় উচ্ছলিত শ্রীমুখমণ্ডল!

৬

তোমার রূপের কথা গুণের কাহিনী
ভ্রমি বহু জনপদ, কানন, তটিনী,
অবশেষে একদিন আনিল ডাকিয়া
উপযুক্ত পতি তব ভারত খুঁজিয়া।
শৈশবে কৈশোরে ভ্রমি বনে উপবনে
নদীতীরে, শৈলে শৈলে, রম্য তপোবনে,
মাতৃ-অঙ্কে, হৃদয়ের প্রান্তে যেই মধু
সঞ্চয় করিয়াছিলে—তুমি নব বধূ
নিমেষে ঢালিয়া দিয়া পতির চরণে
শঙ্কিত কম্পিত-বক্ষে রহিলে স্তবনে।
কুসুম-স্তবক-ভারে নম্র অবনত,
লতাইলে পতিবক্ষে লতিকার মত।

৭

কঙ্কণ-সঙ্কেতে তব পতির ভবনে
উড়িয়া আসিত কিনা ললিত কূজনে
খাদ্যলোভী পক্ষিকুল, তব জলসেকে
ফুটিয়া উঠিত কিনা পাদপ বিশেষে
নব বসন্তের প্রাতে, কর-তালি তালে
নাচাইতে কিনা তুমি তালী-কুঞ্জ-তলে
ভবন-শিখীরে, দেবি, সংবাদ তাহার
গ্রাসিয়াছে অতীতের মহা পারাবার!

ইতিহাস কহে শুধু ছিলে পতিপ্রাণা—
একখানি পূর্ণিমার অনন্ত জ্যোছনা
একটী বিশ্বের মুখে! কৌস্তুভ-রতন
বৈকুণ্ঠ-পতির মাত্র বক্ষোবিনোদন!
বসন্তের অন্তে যথা মলয় পবন
ভীম প্রভঞ্জনরূপে দিয়া দরশন
পুষ্পিত কানন ভাঙ্গে, নিয়তি তোমার
অলক্ষ্যে ফিরায়ে দিল গতি আপনার।
সৌরকররাশি যেই জল কণাটীরে
লয়েছিল বাষ্পাকারে স্বচ্ছ নীলাম্বরে,
আজি তারে নিক্ষেপিলা বহু উচ্চ হ'তে
আঁধার পাতাল গর্ভে কাঁদিয়া ভ্রমিতে
অবরুদ্ধ জলদলে! আহা আচম্বিতে
খসিল সিন্দূর তব সীমন্ত হইতে!
আসন্ন-প্রসবা হেতু রাখিলে জীবন,
রবিহীন দেশে সূর্য্যমুখীটী যেমন।

৯

একদা বসন্ত-প্রাতে মালিয়া গিরির
স্তব্ধ শাল-বন-প্রান্তে, শিখা চিতাগ্নির
উঠিল জ্বলিয়া; ক্ষুব্ধ প্রচ্ছন্ন গুহায়
নিজ পুত্রটীরে সঁপি ঋষিপত্নী পায়—
দাঁড়াইলে রাজেন্দ্রাণী চিতাগ্নির পাশে,
নিশিশেষে শুক-তারা ঊষার সকাশে

যেমতি জ্যোতিবিহীনা! ধ্বনিল অমনি
প্রণব-ঝঙ্কার আর রুদ্র শঙ্খ-ধ্বনি
সংযত তাপসদলে। মৃদু মন্দ হাসি'
বিধূনিত বহ্নিমুখে নিজ তনু নাশি
অপার আনন্দরাজ্যে করিলে গমন—
মরু অতিক্রমি পাখী নন্দনে যেমন।



যাত্রা।

১

তোমার বাগান করেছে যাহারা আলো,
গন্ধ তাদের পেয়েছি সুদূর হ'তে ;
আপনারে তাই রাখিতে পারিনি বেঁধে
ভাসা'য়ে দিয়াছি অজানা নদীর স্রোতে।
তোমার বাগান তলে,
এ নদী যদি না চলে !
সেও ভাল মোর ওগো মনচোর !
যেন থাকি তব ধ্যানে,
তুমি কত দিন র'বে স্নেহহীন
দেখা যাবে সেই ক্ষণে।

২

তোমারে পূজিতে কত-না মরণ-পথে,
আমার পরাণ-বধূটি ফিরিছে একা ;

জাতি-কুল-মান সকলি তোমার তরে
স্নেহ-সঙ্কেতে ডাক বা না ডাক সখা
যদি মোর পূজা-রীতি,
নাহি পায় তব প্রীতি !
সেও ভাল মোর ওগো মনচোর !
যেন থাকি তব ধ্যানে,
তুমি কত দিন র'বে স্নেহহীন
দেখা যাবে সেই ক্ষণে।



নিরাকারের প্রভাব।

বাঞ্ছিতারে হেরি দূরে, কহিছে নয়ন,
"সকল ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ আমি সার ধন"।
শ্রবণ কহিছে, "আমি সর্ব্ব অগ্রে গণি
শুনেছি নূপুর আর কাঁকনের ধ্বনি।"
ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় কহে ইঙ্গিতে আভাষে,
"প্রিয়ার অলক-গন্ধ পেয়েছি বাতাসে"।
অন্তরে হাসিয়া ক'ন প্রেম সে চতুর—
"সকলের বিদ্যা বুদ্ধি জানি যতদূর ;
চক্ষে দেখি, কানে শুনি, নাকে পাই বাস,
আমি একচ্ছত্র রাজা—তোরা মোর দাস।



মিলনোৎকণ্ঠিতা।

১

আমি বুঝি তুমি কেন বাসন্তী প্রভাতে
আনমনে পথ ভুলি গিয়া,
আমারি আঙ্গিনা মাঝে আসি যাও চলি
লক্ষ্যহীন মুহূর্ত্ত থামিয়া।
তুমি নাহি বুঝ প্রিয়, সে স্তব্ধ প্রহরে
মুখরি সে নিভৃত ভবন—
কঙ্কণ-সঙ্কেতে কেন শারি উঠে গাহি—
"আসিলে কি রে মন-মোহন!"

২

আমি বুঝি তুমি কেন হে চির-সুন্দর!
মিছামিছি ফুল-তোলা ছলে,
বিনম্র বচনহারা আসি দাও দেখা
এ বিজন তালী-কুঞ্জ তলে।

তুমি নাহি বুঝ তব কুসুম-চয়ন
ছলটীরে সত্য করিবারে।
যতনে রোপিল কেবা এ বন-ভবনে
প্রসূনের পাদপনিকরে।

৩

নব মেঘে নভঃ ভরা, আমি জানি কার
মন আজি করিছে কেমন—
কে কারে বেড়িয়া ভ্রমে বনে উপবনে,
কে করিছে নীরবে রোদন।
তুমি শুধু জান সখে, সহকার-শাখে
মাধবীরে দিতে জড়াইয়া—
বন হ'তে বনান্তরে ত্বরিতে চকিতে
ফিরিবারে বেণু বাজাইয়া।



স্থান-মাহাত্ম্য।

বীর হস্তে লৌহ চির বজ্র-শক্তি ধরে,
বণিকের তুলাদণ্ডে শস্য মাপ করে ;
যন্ত্রাগারে অগ্নিসনে নিত্য করে খেলা,
অশ্বখুরে কাটে দিন গায়ে মেখে ধুলা ;
ধনাগারে মণি-মুক্তা-সুবর্ণ-রক্ষক,
কামারের কর্ম্মশালে শব্দে ভয়ানক ;
একি নর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করে,
স্থানের মাহাত্ম্যে কভু উঠে কভু পড়ে !



তোমার স্বরূপ

১

নন্দন-আনন্দ তুমি ত্রিদিবের নহ পারিজাত,
কিম্বা সুখ-হেমন্তের নহ তুমি প্রোজ্জ্বল প্রভাত,
শরৎ-আকাশে তুমি নহ মুক্ত হাস চন্দ্রিকার,
কিম্বা তুমি নহ চিত্রা নীলাকাশে চৈত্র পূর্ণিমার ;
সবারে প্রকাশ করি আপনারে অতি সঙ্গোপনে—
লুকায়ে রেখেছে নাথ, কোথাকার সুপ্ত নিরজনে !

২

বীণাধ্বনি নহ তুমি, নহ তুমি রাগিণী মূর্চ্ছনা,
যমুনার তীর-ভূমে নহ তুমি বাঁশরী-বাজনা,
জগাই মাধা'-উদ্ধারি তুমি কি গো প্রেম নিতা'য়ের ?
শারদ পার্ব্বণকালে তুমি কি গো প্রার্থনা ভক্তের.?
বড়ই সুন্দর তুমি, তোমার স্বরূপ কোথা পাই,
লভিতে স্বরূপ তব মনে হয় তব কাছে যাই !

৩

তুমি কি যোগীর কানে অনাহত সুররূপে বাজ ?
তুমি কি দ্বিদলে নাথ ! নানাবেশে নানারাগে সাজ ?
ব্রহ্মানন্দ-ব্যাকুলতা অনুরাগী কর্ম্মী পুরুষের
তুমি কি গো ? তুমি কি গো বাহ্যমূর্ত্তি অন্তর্জ্জগতের ?
যত করে অভিনয় তত বলে বিশ্বের অন্তর,
বড়ই সুন্দর তুমি, ওগো তুমি বড়ই সুন্দর !



পরিচয়

১

সেই শুধু বুঝে চরণের গতি,
উদ্দাম কিবা কম,
যদি কোন দিন কেহ তার তরে
নিদ্রিত ধরা শিহরিত করে
চুপি চুপি আসি শিয়রের পরে
বলে থাকে "প্রিয়তম" !
সেই শুধু বুঝে চরণের গতি
উদ্দাম কিবা কম।

২

সেই শুধু চিনে নম্র-আকুল
মদ-চঞ্চল নয়নে,
যদি কোন দিন ঘন তার পানে
চেয়ে গিয়া থাকে কেহ আনমনে

কোথাকার কোন বেণু-বন-ছায়ে
কোথাকার বন-ভবনে—
সেই শুধু চিনে নম্র-আকুল
মদ-চঞ্চল নয়নে !

৩

সেই বুঝে ঘন শিঞ্জিত-ধ্বনি
কিবা যাচে কিবা ভাষে,
যদি কেহ সিত অর্দ্ধ নিশায়
সুপ্তোত্থিতা প্রিয়ার কৃপায়
ঘন শিঞ্জিত-মঞ্জীর-রবে
জেগে থাকে মদালসে—
সেই জানে ঘন শিঞ্জিত-ধ্বনি
কিবা যাচে কিবা ভাষে !



আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-দর্শন।

১

বিশাল দর্পণ-অঙ্কে পদ্মিনীর ছায়া
সুবিম্বিত, দেখে নাই নীল পেশোয়াজে
আবৃত করিতে গিয়া কুন্দ-কান্তি-কায়া
রূপের তরঙ্গ তন্বী শুধু বৰ্দ্ধিয়াছে।
স্বর্গ ছাড়ি, ভাবে মনে যবনভূপতি,
ও রূপ-সাগরে তৃপ্তি ক'রেছে বসতি!

২

বিমুক্তিয়া বেণীবন্ধ ভাবে নাই সতী
কুঞ্চিত-অলক-কুঞ্জে মুখ কান্তি তার—
নগ্ন শুভ্র ফুলসম হবে স্ফূৰ্ত্তিমতী,
সীমন্ত-সিন্দুর রক্ত কেশর তাহার।
যবনভূপতি ভাবে, অলক-অঞ্চলে
সৌন্দর্য্য-শিশুটী বুঝি ঘুমায় বিরলে!

৩

ইন্দীবর আঁখি-যুগে দু'টি কৃষ্ণ তারা
স্থির অচঞ্চল, আহা বুঝে নাই সতী
মধুমত্ত ভৃঙ্গ যেন আছে জ্ঞানহারা
তাহারি নয়ন-পদ্ম মকরন্দে মাতি।
আলা ভাবে, ওই কালো তারা-ভৃঙ্গ দু'টি,
জীবনের কুঞ্জে তার গুঞ্জে যদি ছুটি!

৪

নীল পেশোয়াজাবৃত উরস বিস্তৃত—
রোষে ক্ষোভে অভিমানে উঠিছে কাঁপিয়া,
বুঝে নাই দলে দলে বেলা প্রতিহত
নীলোর্ম্মি উঠিছে যেন দুলিয়া দুলিয়া।
আলা ভাবে, ওই নীল তরঙ্গের দলে
জীবনের তরি যদি চিরদিন চলে!

৫

খুলিয়াছে সীমন্তিনী কাঞ্চী ও কিঙ্কিণী,
মঞ্জীর, শিঞ্জিত-ভয়ে, রেখেছে কঙ্কণ
আয়তি রক্ষিতে শুধু, বুঝেনি ভামিনী
সেটি কি গভীরতম প্রেম নিদর্শন।
আলা ভাবে, ওই প্রেম-অমৃতের নদী,
জীবন-কান্তারে তার বহে' যেত যদি!

৬

মন্ত্রমুগ্ধ অহি সম যবন-ঈশ্বর
আত্মহারা, পার্শ্বদেশে সুবর্ণপিঞ্জরে
সারিটী গাহিয়া গেল, শ্রবণ সত্বর
ধরি সেই গানখানি চিত্তের দুয়ারে
আঘাতিল; প্রকৃতিস্থ দেখিলা মুকুরে
পদ্মিনীর ছায়াখানি আর না বিহরে!



বাসর-নৈবেদ্য

১

জীবনে ছিল না কিছু, ছিল তাহা অনাবিল জীবন নদীর,
ঢেউ হয়ে নাচিতাম কভু, কভু শান্ত প্রশান্ত গম্ভীর।
আলেখ্য সকলি সুলক্ষিত স্বচ্ছ ছিল এত সে জীবন,
আনন্দের একটি হিল্লোলে, ভয়ে' যেত মুখ বুক মন।
নিজ গণ্ডী ক্ষুদ্র বিশ্বমাঝে, যাহা নিত্য পেতাম কুড়ায়ে,
তাই ল'য়ে দ্বার রুদ্ধ করি' ছিনু মুগ্ধ জাগিয়ে ঘুমায়ে।
হে নির্ম্মল, এ সুবর্ণ যুগে তব কথা মনে যায় পড়ি,
আমার সে রুদ্ধ দ্বারে আসি ঘুরে গেছ করাঘাত করি'।
বার বার মোর প্রত্যাখ্যানে, কি জানি গো ক্ষুদ্র হৃদি দহি
যদি পড়ে থাকে ক্ষুদ্র শ্বাস, হে দুর্লভ, আজি তাই কহি :—
"আনমনা বালিকার সেই, সেই সে পুরানো অপরাধ—
হে নির্ম্মল, ক্ষমা কর আজি মোর আদি আকিঞ্চন সাধ!

২

বাড়িতে লাগিল মোর বেলা, গৃহাশ্রিত তোমার বল্লরী
গ্রহিলেক ভাব কৈশোরের দু' চারিটী নব পত্র ছাড়ি।

গগন বেড়িয়া নিতি নিতি দেখা দিত নবীন প্রভাত,
করে, রাগে, গন্ধে, গানে, গানে, আচ্ছন্ন হইল দিন রাত
কাহার কর্ম্মঠ হাত দুটি, দিল মোর রুদ্ধ দ্বার খুলে,
পূর্ণ হ'ল হৃদয়-মন্দির সুরভিত দখিনা অনিলে।
একদিন হেমন্ত প্রভাতে নিষণ্ণিত আপন ভবনে,
তোমারে লইয়া মোর পিতা উপনীত হ'লেন সেখানে।
সম্বোধিয়া জননীরে মোর কহিলেন জনক যে বাণী,
সরমে মরিয়া গিয়াছিনু বুঝি মোর না ছিল পরাণী।
ক্ষিপ্রগতি ত্যজিতে সে স্থান সরে' গেল চঞ্চল চরণ,
তারপর কিবা ঘটে'ছিল ছিলনাকো আমার চেতন।
হে দর্শক, মোর সে আঘাতে যদি ব্যথা পেয়ে থাক মনে-
শত ভিক্ষা সে স্মৃতি বিলোপে, শতপ্রাণ সে সমবেদনে!

৩

গুরুবাক্য-শঙ্খ দিল সাড়া, শ্রবণে পশিল তব গান,
ক্রমে কার ধ্যান-ধারণায় ভরে' গেল এ হৃদয় খান!
বসন্তের রঞ্জিত প্রভাতে, নিদাঘের ধূসর সন্ধ্যায়,
কত আশা নিরাশার কথা শুনিতাম বসি' নিরালায়।
পল্লীর সংকীর্ণ পথখানি, জনস্রোত বড়ই বিরল,
সে সান্নিধ্যে কভু হ'ত দেখা মন্ত্রমুগ্ধ পথিকযুগল।
তরঙ্গিত পল্লব-পয়োধি দুই ধারে বায়ু কল্লোলিত;
হিল্লোলিত ফুলদল যেন ফেনপুঞ্জ উঠিত পড়িত।
স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সে বনের বিহগের ছুটিত রাগিণী,
অদূরবর্ত্তিনী প্রবাহিনী পাঠাইয়া দিত কলধ্বনি।

সে মোহন—না গো না ভয়াল, সে দুরন্ত পথ অতিবাহি'
ঝঙ্কৃত চরণ যেত চলে, তাহার কর্ত্তব্য ভুলে নাহি।
তারপর সেই পল্লী-পথে বন্ধ্যা সন্ধ্যা নামিত যখন,
নিজাবাসে ফিরে যেতে তুমি লয়ে' হিয়া সন্ধ্যার মতন!
হে সাত্ত্বিক! সেই অপূর্ণতা আজি এই ব্যক্ততার তটে
বিসর্জ্জিয়া, মুগ্ধ হিয়াটিকে আশ্বস্ত করিলে অকপটে।
আজি এক ভিক্ষা মাগি ল'ব, দিও দেব! বিরাট-বন্ধন!
সে বন্ধন-সন্ধিতে সন্ধিতে করি যেন আত্ম-বিসর্জ্জন!



প্রার্থনা।

উর তবে বিশ্বরমে, উর দেবি, ত্রিলোক-বন্দিতা,
হে মানস-সুন্দরী কবিতা!
প্রসূনের পরকাশে যে নন্দনে নাহি তিরোধান,
বৈশ্বানর-স্পর্শ বিনা ধূপ যেথা গন্ধ করে দান,
নাহি পিক তবু কুঞ্জ মুহুর্মুহু কুহু-কুহরিত,
বাদক-বিহনে যেথা শত বীণা স্বতঃই ঝঙ্কৃত,
উষা যেথা দিনমান, নিশি লক্ষ্মী-পূর্ণিমার নিশি,
ভ্রাম্যমান স্বররূপে ভ্রমে যেথা বাঁশী আর হাসি,
যে নিকুঞ্জে নিবসেন পদ্মাসনা বাণী বীণাপাণি—
আন দেবি, সেথা হ'তে নব গান নবীনা রাগিণী!

শক্তি ভক্তি ল'য়ে যথা এসেছিল গোরা নদীয়ায়,
এস তুমি সেই সে প্রথায়!

রজনীর মৃত্যু-গাথা বিহগের কলকণ্ঠে শুনে,
প্রাচী দিগীশ্বরী ঊষা যথা তার কিরণ-চুম্বনে,
সারাটী বিপিন-বদ্ধ অন্ধকার দেয় সরাইয়া—
অজ্ঞান-তিমির মোর নাশ তুমি তেমতি করিয়া !

শারদ পার্ব্বণে যথা আসে বঙ্গে উমা চন্দ্রাননা,
এস তুমি তেমতি শোভনা !
দিব্য গন্ধে আমোদিত হ'ক মোর হৃদয়-মন্দির,
সুগন্ধি কুসুমকুলে ভ'র যা'ক্ গর্ভ সাজিটীর ;
কল্যাণ-প্রদীপ জ্বালি' কর, দেবি, জয়মন্ত্র পাঠ
সে মন্ত্রে দেখাক্ মোরে অনন্তের ছায়া সুবিরাট্ ;
"শান্তি শান্তি" বলে' শিরে ঢাল সপ্ততীর্থ-বারিধার,
উপাধানে মুখ-ঢাকা ঘুচে যা'ক্ ক্রন্দন আমার !



উদ্‌ভ্রান্ত

স্বপ্ন দেখি প্রিয়া যবে
গাঢ় নিদ্রাবেশ-ভরে,
মদির পরশে তার
আমারে অবশ করে—
জড়ের ও চেতনার
সেই নব সমাধানে,
আমার নয়নে এক
দিব্য স্বপ্নরাজ্য আনে।
সে রাজ্যের মাঝে এক
বসন্তের আছে দেশ,
সে বাসন্তী দেশে আছে
একটি উপনিবেশ,
সেই সে উপনিবেশে
আছে এক উপবন,
সেই উপবনে আছে
রম্য এক নিকেতন,

সেই রম্য নিকেতনে
সুসজ্জিত কক্ষ মাঝে,
নিদ্রা আর জাগরণ
একত্রে দোঁহে বিরাজে !
সে ত সেথা জড় মৌন—
সেথায় চেতনা আমি,
সে বলে, ঘুমায়ে যাও—
আমি বলি, জাগ তুমি !
সে বলে, সমাধি লহ—
আমি বলি, উঠ জাগি
জগৎ সাধনা করে
দরশ পরশ লাগি !



ভাগ্য-হত।

১

লুকায়ে কাঁদে কতনা নদী বালুকা-বন-তলে,
বনের পথ মিলায়ে থাকে বনে ;
কণ্ঠহীন গায়ক-হৃদে যে গান মাথা তোলে—
সে গান শুধু লুকায়ে থাকে মনে।
নদীটি কহে হায়,
মোর বুকেতে নাহি ঢেউ—
বনের পথ কহে,
মোর নাচেনা বুকে কেউ।

২

নিভায়ে থাকে কতনা তারা সুনীলাকাশ-ভাগে,
পাতার মাঝে কতনা ফুল রহে ;
জলদ-ঘেরা গগনতলে যে ঊষা যবে জাগে—
সে শুধু বুকে বেদনা রাশি বহে।
তারকা কহে হায়,
আমি কেমনে আলো দিব !
কুসুম কহে কাঁদি,
আমি কেমনে বাহিরিব !



আহ্বান।

যদি বন্ধন দাও খুলে
তব চম্পক-অঙ্গুলে,
তবে মোর প্রাণ গাহে তব গান
নিজ ক্ষুদ্রতা ভুলে—
যদি বন্ধন দাও খুলে।

যেথা নীল আকাশের তলে
মেঘ চলে দলে দলে,
যেথা রবি জাগে ভোর বেলা,
তারাদল করে খেলা,
মোরে লয়ে চল ওই গেহ-তল
ওই অসীমের কূলে—
দেবি, বন্ধন দাও খুলে!

যেথা জনম ধরে গো মরণের রূপ
চির শান্তির দেশ;

আপনার পর যেথা ভেদ নাই,
সবাকার গৃহে সবাকার ঠাঁই,
সকলি নূতন সবি পুরাতন,
নাহি আদি নাহি শেষ ;
যেথা গেলে সবে আত্ম হারায়
লোক-প্রসবিনী মহতী মায়ায়,
প্রতি হিয়ামাঝে একটি চেতনা
শুধু থাকে অবশেষ ;
ফেলে আসা যায় যাদেরে ধরাতে,
সবি মনে হয় রয়েছে বুকেতে,
মোর প্রাণ হ'তে যেন এ বিশ্ব
লভিয়াছে উন্মেষ ;
মোরে লহ দেবি, সে সুখ-রাজ্যে
সেই শান্তির দেশ !

সেথা সাগরে সাগরে উঠিতেছে ঢেউ
নিরাবিলি সারাবেলা,
সেথা গগনে গগনে ছুটিতেছে মেঘ
সবি যে আমারি খেলা !
আমরি এ প্রাণ সকলের সনে
রহিয়াছে বাঁধা শত বন্ধনে,
আজি আমি পড়ি সসীমের মাঝে
একান্ত প্রাণহীন—

আপনার মাঝে আপনি বিকল
অজ্ঞাত উদাসীন !

দেবি, বন্ধন দাও খুলে
তব চম্পক-অঙ্গুলে,
গা'ক মোর প্রাণ তব জয় গান
নিজ ক্ষুদ্রতা ভুলে—
দেবি, বন্ধন দাও খুলে !



উদ্দেশে।

১

গভীর গভীর স্তব্ধ বরষা রাতি,
দর্দ্দূর দূরে বিরাম নাহিক জানে,
কল-কলে জল উচ্ছলে চারিদিকে,
গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জিছে খণে খণে;
মিলন আসিয়া হাঁকিল এমনি রাতে,
"তোমারি লাগিয়া এসেছি হে প্রিয় কবি",
নয়ন মেলিয়া তাহারে দেখিনু হায়,
সে নহে মিলন, সে যে বিরহের ছবি!

২

গগনে তখন ঝরিতেছে জলধারা,
দুজনে পীড়িত দোঁহার বিজন সঙ্গে,
কল-মুখরিত মঞ্জীর দু'টি ছাড়ি—
শত সঙ্গীত শিহরিছে তার অঙ্গে;
দ্বিধা ভরে তবে ভাষিল কাতর কণ্ঠ—
"মিলন—আমি যে মিলন, হে প্রিয় কবি",

তবুও হেরিনু আকুল নয়ন যন্ত্রে—
সে নহে মিলন, সে যে বিরহের ছবি !

৩

তাহার মালার গন্ধে আকুল গেহ,
মোহিত মানস তাহারি বচন ছন্দে,
নয়ন কহিছে, যা আছে সকলি দেহ,
রূপ-বিভা তার নিন্দিছে শত চন্দ্রে ;
তবু কম্পিত কণ্ঠ কহিল যবে—
"মিলন—আমি যে মিলন, হে প্রিয় কবি",
শেষের দেখাটি নীরবে দেখিনু হায়,
সে নহে মিলন—সে যে বিরহের ছবি।



মহাকাশ।

১

শশধর-কর-লেখা নৃত্যপর তোমারি উরসে
হে শান্ত উদার,
এক হ'তে একান্তরে তব বক্ষে করে ছুটাছুটি
রশ্মি তারকার।
আবরি কনকাঞ্চলে আরক্তিম শৈশবী রবিরে
মুগ্ধা ঊষা রাণী—
তোমারি চরণ-প্রান্তে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ শিশুটিরে
নিত্য দেয় আনি।
ধরণীর প্রতিকথা, প্রতিগান, কূজন গুঞ্জন
সতত: আকর্ষিয়া,
নিশি দিন আছ জাগি, রাশি রাশি বিশ্বের সংবাদ
শুনিয়া শুনিয়া!

২

শূন্য তুমি মহা শূন্য, বিচঞ্চল বায়ুর সাগর
বক্ষে তব শ্বসে—

পূর্ণ তুমি মহা পূর্ণ, তব বক্ষে কোটি বিশ্ব নাচে
রভস-উল্লাসে!
ক্ষুদ্র তুমি মহাক্ষুদ্র, আত্ম ভুলি খণ্ড ঘটাকাশে
বন্ধন-আতুর—
রূপে, রসে, গন্ধে রহ, তবু তুমি নির্লিপ্ত-অতীত
হে মুক্ত চতুর!
ওহে শান্ত, ওহে সচ্ছ, সর্ব্বলোক তোমার অতিথি
তুমি সর্ব্ব ঘটে—
এ বিশ্বের সর্ব্ব গানে, সর্ব্ব হাস্যে, হে সত্ব-প্রধান
তব বাক্য রটে!



শ্রান্ত পান্থ।

শুভ্রতা, কালিমা লয়ে, লয়ে সীমা লয়ে দেহ,
কত যুগ ঘুরিতেছি জানিনা, না জানে কেহ।
দিন আসে দিন যায়, ফুল পরিণত ফলে,
আপনার মাঝে আমি আপনি আছি বিফলে।
নির্ঝর হইল নদী, নদীটি হ'ল সাগর,
আপনার মাঝে আমি যথাপূর্ব্ব তথা পর।
আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে এক হ'তে একান্তরে,
ঘুরিতেছি অনিবার কামনা-কামিনী-ক্রোড়ে।
ফুল রূপে যতবার জনমিনু বিশ্বোদ্যানে,
হই নাই নিয়োজিত দেবতার শ্রীচরণে!
সুকোমল করে কভু বাসর শয়নোপরি,
কেটে গিয়াছিল মোর ফুল-জন্ম-বিভাবরী।
বারি রূপে ছিনু যবে পাদ্য অর্ঘ রূপে মোরে—
করে নাই ব্যাবহার তপঃসিদ্ধ ঋষিবরে!
অপ্সরার কক্ষলগ্ন কলসীতে উছলিয়া,
বাখানিতুঁ রূপ তার কল-ভাষ আরম্ভিয়া।

দেব-দ্বারে দীপ রূপে জ্বালেনি আমারে কেহ,
লভে নাই ভাগ্য মম দেব-সঙ্গ দেব-স্নেহ!
তাই গুণ দোষ বহি, বহি সীমা বহি দেহ,
কত যুগ ঘুরিতেছি, এবে শ্রান্ত বীতস্পৃহ।
নিহত আশা-সমাধি আছে কত হৃদে যার,
আমি যেন ঘুরিতেছি দীর্ঘশ্বাস মত তার।
মরণ এনেছ তুমি বহু রূপে বহুবার,
এন দেব, চিরসুপ্তি এবারেতে সঙ্গে তার।
বহুবার দেখিয়াছি অমানিশা-অন্ধকার,
এবারে দেখায়ো নাথ, নিশা লক্ষ্মী-পূর্ণিমার!
স্নিগ্ধ সান্ধ্য ছায়া ঢাকা পর পারে তবাশ্রমে,
বিশ্রামের শয্যাসনে যেন পাই সেই ঘুমে—
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যে ঘুমের দ্বারে—
নব বধুটির মত বিচরিতে নাহি পারে।



বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রতি।

(১)

হেরি নিত্য তব মূর্ত্তি, হে সৌন্দর্য্য, কত যে বিধানে,
ক্ষুদ্র নর কেমনে বাখানে!
নৈশাকাশ হ'তে যবে তারারত্ন কুড়াতে কুড়াতে
কর আত্ম বিসর্জ্জন প্রকটিত বাসন্তী উষাতে—
ছন্দে ছন্দে বেজে উঠে ধরণীর হৃদিতন্ত্রীচয়,
লাজনম্র নববধু ঝঙ্কৃত চরণে বাহিরয়
শয়ন মন্দির হ'তে, পিঞ্জর আবদ্ধ পোষা পাখী,
'বউ কথা কও' বলে তীব্র কণ্ঠে উঠে তবে ডাকি,
স্ফুট কুসুমের ঘ্রাণে ভারাক্রান্ত প্রভাত সমীর
ধীরে মূরছিয়া পড়ে পল্লবিত গাত্রে বল্লরীর,
তটিনীর তটভূমে ঢেউ গুলি পড়ি আছাড়িয়া
আপনারে চূর্ণ করে কি জানি কি ভাবে উচ্ছাসিয়া,
সে মুহূর্ত্তে দেবি, তব বিশ্বভরা বিশ্বরূপ দেখি,
আত্মহারা স্তব্ধ মৌন, সহস্রের মাঝে ডুবে থাকি
সন্বিত বিরাগী!

অজ্ঞাতে হৃদয় নদ উঠে তরঙ্গিয়া
কি যেন প্রার্থিয়া !

(২)

রে সুন্দরি, রে মোহিনি, রে গর্ব্বিতা, তুমি সর্ব্ব কাজে
অন্তরে বাহিরে বিশ্ব মাঝে !
নয়নে নয়ন দিয়া, জীবনেতে ঢালিয়া যৌবন,
গোপনে নির্জ্জনে কত দাও দেবি প্রণয়বন্ধন।
বাদল নেমেছে মর্ত্তে দিনমানে সন্ধ্যা লাগিয়াছে,
তুমিই ত স্মিতহাস্যে ঘুরিতেছ দম্পতির পাছে।
নিভৃত মাধবীকুঞ্জে নয়নে আনিয়া কার ছবি,
আবেশে শিহরি উঠ প্রিয়জন পদশব্দ ভাবি।
আগমন আশা প্রাপ্ত প্রোষিতার গৃহ-বাতায়নে,
তৃষার্ত্ত আকুল নেত্রে চেয়ে থাক পল্লীপথ পানে,
বাঞ্ছিত দর্শনে !
সর্ব্ব ঘটে বিচ্ছুরিত জোছনার মত
তুমি হাস্য রত।

(৩)

কবে তুমি সৌরবংশ জানকী বধূরে সঙ্গে করি
বন পথ মঞ্জীরে মুখরি,
চলেছিলে পাখীডাকা গন্ধমাখা গভীর গহনে
নীতল শীতলনীরা সরসীর পুলিনে পুলিনে।
রাজবধূ উর্ম্মিলার দীর্ঘ বিরহের শেষ দিনে
শত মুখে হেঁসেছিলে পুনলব্ধ বাসর শয়নে।

অতীতের বৃন্দাবনে মিছামিছি জল আনা ছলে
প্রেরণ করিতে কত ব্রজাঙ্গনা কালিন্দীর কূলে
মঞ্জু-নীপ-মূলে !
ধরণীর নর্ম্মসখী তুমি বিশ্বলোভা
নন্দন-সৌরভা।

(৪)

হেলেনার রূপমুগ্ধ রাজপুত্র তোমারি লাগিয়ে,
জ্বেলেছিল কি অনল ট্রয়ে !
সের আফগান মৃত্যু তুমিই ত সংঘটন করি,
দিল্লীর প্রাসাদ হ'তে নেহারিতে যমুনা লহরি।
ইন্দুমতী স্বয়ম্বরে রক্তস্রোতে রঞ্জি' ধরণীরে
শুনিতে কি কলধ্বনি গিয়াছিলে সরযুর তীরে ?
তোমারি তাড়না ক্রমে স্থর্পনখা পঞ্চবটী বনে
সূচিত করিয়াছিল রক্ষকুল-নিধন-সাধনে
মদান্ধ যৌবনে !
তোমার বাঁশরী কভু গায় আচম্বিতে
প্রলয় সঙ্গীতে !

(৫)

গানে, গন্ধে, গুঞ্জরণে কবে কোন্ পূর্ণ পূর্ণিমায়
জেগে গেছ তুমি অমরায়।
নবোদ্যমে নব স্বাস্থ্যে একাকিনী আকুল পুলকে,
সহস্রে মিশিয়া গেলে মিশে গেলে দ্যুলোকে ভূলোকে ;
গিরি বিদারিয়া সেই পুণ্য দিনে বহিল নির্ঝর,

সে দিন প্রথম পুষ্প প্রসবিল পাদপনিকর ;
সে দিন এ বিশ্বপ্রান্তে বসন্তের শুভ আগমন
মূক মৌন পিককণ্ঠ কল কণ্ঠে করিল কীৰ্ত্তন ;
প্রথম তরঙ্গশিশু দেখা দিল প্রবাহ-শিখরে,
প্রথম প্রণয় বার্ত্তা ফুটে গেল রমণী অধরে,
অলি-গুঞ্জ-স্বরে !
সেই দিন হ'তে গাহে তব জয়গান
সারা বিশ্বখান !



সম্পূর্ণ।